بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৭শে জুন, ২০২৫ যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মক্কাভিযানের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ এবং কুরাইশের প্রতি সদ্ব্যবহারের সুমহান ঘটনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, গত খুতবায় সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে সেনাদলসহ মহানবী (সা.)-এর নীরবে মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছিলাম। তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে দশ হাজার স্থানে পৃথকভাবে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যা দেখে আবু সুফিয়ান ও তার সাথিরা ঘাবড়ে গিয়েছিল। এর পরের বিবরণ হলো, হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে তার সাথে যাওয়ার অনুরোধ করেন এবং নিজের বাহনে চড়িয়ে তাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে যান। হযরত আব্বাস (রা.) ভয় পাচ্ছিলেন, পাছে না জানি হযরত উমর (রা.) আবার আবু সুফিয়ানকে হত্যা করে বসে। কিন্তু মহানবী (সা.) পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন, তোমাদের কেউ আবু সুফিয়ানকে দেখলে তাকে হত্যা করবে না। এ সময় আবু সুফিয়ান দেখতে পায়, কয়েক বছর পূর্বে আমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে মাত্র একজন সঙ্গীসহ মক্কা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। অথচ মাত্র সাত বছরের মাথায় আজ হাজার হাজার লোক সাথে নিয়ে বৈধভাবে, কোনো ধরনের যুলুম-অত্যাচার ছাড়াই তিনি মক্কার ওপর চড়াও হয়েছেন, কিন্তু মক্কাবাসীদের তা প্রতিরোধের শক্তি-সামর্থ্য নাই। এটি তার হৃদয়ে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল। অধিকন্তু পরের দিন প্রভাতে মুসলমানরা ফজরের নামায পড়ার জন্য যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন আবু সুফিয়ান এটি দেখে মনে করছিল, হয়ত সাহাবীরা তার জন্য কোনো অভিনব শাস্তির ব্যবস্থা করছে। তাই এ বিষয়টি সে হযরত আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে অভয় দিয়ে বলেন, তারা নামায পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরপর হাজার হাজার মানুষকে মুহাম্মদ (সা.)-এর নেতৃত্বে নামায পড়তে দেখে সে অভিভূত হয়ে যায় এবং হযরত আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করে, মানুষ তো হুবহু তাই করছে যা মুহাম্মদ (সা.) করছেন। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, এটি তো কেবলমাত্র নামাযের ক্ষেত্রে দেখছ। **যদি তিনি (সা.) সবাইকে পানাহার ছেড়ে দিতে বলেন, তবে তারা তাই করবে**। আবু সুফিয়ান বলে, **আমি রোম ও পারস্য সম্রাটের দরবার দেখেছি, কিন্তু তাদের জাতিকে নেতার প্রতি এতটা নিবেদিত দেখিনি যতটা মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি তাঁর অনুসারীদের দেখেছি।**

হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলে তিনি বলেন, **হে আবু সুফিয়ান! তুমি কি এখনো অনুধাবন করো নি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই? সে বলে, আমি অনুধাবন করেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই।** এরপর মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, **তুমি কি এখনো বুঝতে পারো নি যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল। সে বলে, এ বিষয়ে আমার হৃদয়ে এখনো কিছুটা সংশয় রয়েছে।** সে সময় তার সাথে আগত অন্য দু'জন মুসলমান হয়ে যায়, আর সেও আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমান হয়ে যায়, কিন্তু মক্কাবিজয় পর্যন্ত তার হৃদয়ে মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়্যত নিয়ে সংশয় অবশিষ্ট ছিল। এ সময় তার এক সাথি হাকীম বিন হিযাম বলে, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে আপনার জাতিকে ধ্বংস করবেন?** মহানবী (সা.) বলেন, **তারা অত্যাচার-নির্যাতন করেছে, অপরাধ করেছে, হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করেছে, খুযাআ'র বিরুদ্ধে অন্যায় আক্রমণ করেছে, সম্মানিত স্থানে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে।** সে বলে, হ্যাঁ অবশ্যই আপনার জাতি এমনটি করেছে, কিন্তু আপনার তো মক্কার পরিবর্তে হাওয়াযিন গোত্রের ওপর আক্রমণ করা উচিত ছিল। তিনি (সা.) বলেন, **তারাও যালেম জাতি। তবে আমি আশা রাখি, আল্লাহ্ তা'লা মক্কা বিজয়, ইসলামের বিজয় এবং হাওয়াযিনের পরাজয় আমার হাতে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন।** এরপর আবু সুফিয়ান বলে, যদি মক্কাবাসীরা তরবারি ধারণ না করে তারা

কী নিরাপত্তা পাবে? তিনি (সা.) বলেন, **প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে নিজগৃহে আবদ্ধ থাকবে সে নিরাপদ থাকবে।** হযরত আব্বাস (রা.) মহানবীকে বলেন, আবু সুফিয়ান গর্বিত হতে পছন্দ করে তাই তার এ কথা বলার অর্থ হলো, তার সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখা হবে কী? তখন তিনি (সা.) বলেন, **হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নেবে তাকেও নিরাপত্তা দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কাবাগৃহে প্রবেশ করবে তাকেও নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের বাড়িতে আবদ্ধ থাকবে তাকেও নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। আর যে ব্যক্তি হাকীম বিন হিযামের গৃহে আশ্রয় নেবে তাকেও নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।**

অতঃপর আবু সুফিয়ান ফেরত যেতে শুরু করলে হযরত আব্বাস (রা.)-র পরামর্শ অনুযায়ী মহানবী (সা.) তাকে আটকাতে বলেন আর ইবনে আব্বাস (রা.) তাকে একটি উপত্যকায় সকাল পর্যন্ত আটকে রাখেন। সকালে বিভিন্ন দল একটির পর একটি পর্যায়ক্রমে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যেমন, গিফার গোত্র, জুহায়ন গোত্র, সা'দ বিন হুদায়েম গোত্র, সোলায়ম গোত্র এবং আনসাররা তার সামনে দিয়ে যায় এবং হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানের কাছে তাদের পরিচয় তুলে ধরেন। আনসারের নেতা হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) আবু সফিয়ানকে দেখে উত্তেজিত হয়ে বলে, **হে আবু সুফিয়ান! আজ লড়াইয়ের দিন, আজ কাবা শরীফের সম্মান অক্ষুন্ন থাকবে না**। অবশেষে একটি ছোট্টো দলের সাথে যখন মহানবী (সা.) যাচ্ছিলেন তখন আবু সুফিয়ান তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে বলে, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কী আপনার জাতিকে গণহারে হত্যার আদেশ দিয়েছেন? সা'দ বিন উবাদা তো এমনটিই বলছে। আমি আপনার জাতির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি মানুষের মাঝে সর্বোত্তম, পুণ্যকর্মশীল, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষকারী এবং কৃপালু।** তিনি (সা.) বলেন, **সা'দ যা বলেছে ভুল বলেছে। আজ অনুগ্রহ করার দিন, আল্লাহ্ তা'লা কা'বা গৃহের সম্মান অক্ষুন্ন রাখবেন এবং কুরাইশকে প্রকৃত সম্মানে ভূষিত করবেন।** এরপর মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-র কাছ থেকে পতাকা নিয়ে তার পুত্র কায়েস (রা.)-এর হাতে তা তুলে দেন।

যাহোক, হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি অনুমতি দিলে আমি মক্কাবাসীদের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেবো এবং আপনি তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করবেন। মহানবী (সা.) অনুমতি প্রদান করলে তিনি মক্কাবাসীদের কাছে গিয়ে বলেন, **হে মক্কাবাসীরা! ইসলাম গ্রহণ করো, মুক্তি পাবে। তোমাদের বিরুদ্ধে এত বড়ো সৈন্যবাহিনী এসেছে যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সামর্থ্য তোমাদের নাই।** অন্যদিকে আবু সুফিয়ান মক্কাবাসীদের কাছে নিরাপত্তার সংবাদ দিলে তার স্ত্রী হিন্দ তার দাঁড়ি ধরে বলে, **আসো আর তোমরা এই বুড়োকে হত্যা করো, কেননা সে তোমাদেরকে লড়াইয়ের কথা বলার পরিবর্তে নিরাপত্তার ঘোষণা দিচ্ছে**। তখন আবু সুফিয়ান বলে, **হে নির্বোধ! এখন এসব কথা বলার সময় নয়, ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ো। আমি যে সেনাবাহিনী দেখে এসেছি, তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সামর্থ্য পুরো আরববাসীর নাই।**

পরিশেষে মক্কায় প্রবেশের সময় মহানবী (সা.) বিভিন্ন সাহাবীকে বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করেন এবং দলনেতাদের নির্দেশ দেন, তারা যেন কারো সাথে লড়াই না করে যতক্ষণ না কুরাইশরা অস্ত্রধারণ করে। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, সাফওয়ান, ইকরামা এবং সুহায়েল মুসলমানদের সাথে লড়াই করার এবং তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য লোকদের আহ্বান করে, যার ফলে কুরাইশ, বনু বকর এবং হুযায়েলের কিছু লোক তাদের সাথে একত্রিত হয়। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) সেদিক দিয়ে প্রবেশ করেন এবং তাদের সাথে লড়াই করে তাদেরকে পরাস্ত করেন। এ সময় বনু বকরের ২০জন এবং হুযায়েলের ৩০জন নিহত হয় এবং অন্য একটি দল পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যায়। এছাড়া বর্ণিত হয়েছে, হযরত খালিদ (রা.)-র দু'জন অশ্বারোহীও তখন শাহাদতবরণ করেছিলেন।

মক্কাবাসীদের সাথে প্রতিশোধের মধুর ও অনুপম দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেন, **আজ যে ব্যক্তি বেলালের পতাকাতলে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি আবি রুয়াইহা (যে পরবর্তীতে বেলালের দাস ছিল) তার পতাকাতলে আশ্রয় নেবে সেও নিরাপদ থাকবে।** বেলাল (রা.) যখন ঘোষণা করছিলেন, হে মক্কাবাসীরা! যে আমার ভাইয়ের পতাকাতলে আশ্রয় নেবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। এর চেয়ে মহান প্রতিশোধ তার জন্য আর কী হতে পারত! সবচেয়ে বড়ো নেতা তো হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন। এরপর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যথাক্রমে জ্যেষ্ঠ সাহাবী ছিলেন, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, আব্দুর রহমান বিন অওফ, হযরত আব্বাস (রা.) প্রমুখ, অথচ তাঁদের কাউকে পতাকা দেওয়া হয়নি। খালিদ বিন ওয়ালীদ, আমর বিন আ'স (রা.)-র ন্যায় বড়ো বড়ো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও ছিলেন, কিন্তু পতাকা দেওয়া হয়েছে কেবল হযরত বেলাল (রা.)-কে। হযরত আবু বকর (রা.) থেকে শুরু করে অন্য সকল মুহাজির সাহাবী, এমনকি মহানবী (সা.)ও এ চিন্তাই করেছিলেন যে, আমরা কুরাইশকে ক্ষমা করে দিতে পারি, কারণ তারা আমাদের আত্মীয়স্বজন। শুধু এক ব্যক্তি এমন ছিলেন যার মক্কায় কোনো আত্মীয় ছিল না, কোনো সাথি ছিল না, কোনো আশ্রয়দাতাও ছিল না। যাঁকে জ্বলন্ত উত্তপ্ত বালুর ওপরে বিবস্ত্র করে শুইয়ে দেওয়া হতো এবং তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য যুবকদেরকে লেলিয়ে দেওয়া হতো। দশ হাজার সংখ্যায় ইসলামী সৈন্যবাহিনী আসার ফলে হযরত বেলাল (রা.)-র হৃদয়ে হয়ত এ ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকবে যে, আজ আমার প্রতিশোধ নেওয়ার দিন। তিনি চিন্তা করেছিলেন, আমার প্রতি যে অত্যাচার করা হয়েছে এর প্রতিশোধ নেওয়া উচিত। সবাই তাদের আত্মীয়স্বজনকে ক্ষমা করছে কিন্তু আমার কি হবে? তাই মহানবী (সা.) তার মাধ্যমে এমন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন যার মাধ্যমে তাঁর নবুয়্যতের মহিমাও উচ্চকিত হয় এবং বেলাল (রা.)-র হৃদয়ও প্রশান্তি লাভ করে। তিনি (সা.) তাকে নির্দেশ দেন, **হে বেলাল! তুমি ঘোষণা দাও- যারা নিরাপত্তা চায় তারা যেন তোমার পতাকাতলে আশ্রয় নেয়।** এ ধরনের সুমহান প্রতিশোধ কোনো নেতা কখনো নেয়নি। কাবাগৃহের সামনে লোকেরা যখন প্রাণরক্ষার্থে তার পতাকাতলে আশ্রয় নেয় তখন তার হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে গিয়েছিল আর তিনি ভেবেছিলেন, এর চেয়ে সুমহান প্রতিশোধ আর কী হতে পারে? **শুধুমাত্র ঈমান আনার কারণে, যাদের জুতা আমার বুকে আঘাত করতো আজ তারাই আমার জুতার নিচে এসে আশ্রয় নিচ্ছে!** নিঃসন্দেহে এটি ইউসুফ (আ.)-এর প্রতিশোধের চেয়েও মহান প্রতিশোধ ছিল। হুযূর (আই.) বলেন, এটি মক্কায় প্রবেশের প্রাথমিক ঘটনা। অবশিষ্ট ঘটনা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে। খুতবার শেষে হুযূর (আই.) লাহোরের মুকাররম এনাম উল্লাহ্ সাহেবের স্ত্রী প্রয়াত **মুকাররমা আমীনা শাহনাজ সাহেবা**র সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং তার গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)